ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-১৫২৮
আগরতলা, ১৬ অক্টোবর, ২০২৪

প্রকাশিত সংবাদ সঠিক নয়

গত ১৫ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় 'ত্রিপুরা মেডিকেলে মৃত ব্যক্তির চিকিৎসার অভিযোগে বিক্ষোভ' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের নজরে এসেছে। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর (ডা.) অরিন্দম দত্ত জানিয়েছেন, দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে চিকিৎসা সংক্রান্ত যে গুরুতর অভিযোগ ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ সম্পর্কে তোলা হয়েছে তা সঠিক নয়। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল জানিয়েছেন, সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় মহকুমার মধ্যব্রজপুরের জনৈক তপন দাস, পিতা প্রয়াত খগেন্দ্র চন্দ্র দাস গত ১২ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে জ্বর, কাশি, ইউরিনের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট এবং পা ফুলে যাওয়া নিয়ে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের ক্যাজুয়েলিটি ওয়ার্ডে আসেন। সেই অনুযায়ী তাকে প্রাথমিকভাবে কর্তব্যরত ইএমও এবং কর্তব্যরত ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করা হয়েছিল। রোগীর শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। এরপর মেডিসিন ইউনিট-৪ এর ইনচার্জ প্রফেসর (ডা) সোমা সাহার নির্দেশে রোগীকে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। গত ১৩ অক্টোবর, ২০২৪ সকাল ১০টার দিকে রোগীর প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ ও রোগীর অবস্থার অবনতির কারণে রোগীকে ভেন্টিলেশন সহ আইসিইউ'র সমস্ত ধরণের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। রোগীর অবস্থা গুরুতর ও ভেন্টিলেশনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রোগীর আত্মীয়দের অবহিত করা হয়েছিল। রোগীকে ভেন্টিলেশনে রাখার পরে রোগীর আত্মীয়দের তা দেখানও হয়েছিল। আইসিইউতে কর্তব্যরত চিকিৎসকগণদের পক্ষ থেকে রোগীর গুরুতর অবস্থা এবং রোগীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে রোগীর আত্মীয়দের বারবার পুর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ১৩ অক্টোবর, ২০২৪ বিকেল ৩ টায় রোগীর মৃত্যু হয় এবং সে অনুযায়ী কর্তব্যরত মেডিকেল অফিসার দ্বারা ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। রোগীর মৃত্যুর খবর তাৎক্ষণিকভাবে রোগীর আত্মীয়দের জানানো হলে রোগীর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এবং উশৃঙ্খল আচরণ শুরু করে। তারা রোগী অনেক আগেই মারা গেছে বলে চিকিৎসকদের গালিগালাজ করতে থাকে। তারা অভিযোগ করে বেশি টাকা আদায়ের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীর ভুয়ো চিকিৎসা চালিয়েছে। তদন্তে দেখা গেছে অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আইসিইউ ওয়ার্ডে সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল এবং রোগীর মৃত্যুর আগে আত্মীয়রা রোগীকে তিনবার দেখতে যান। হাসপাতালে রোগীকে সর্বাত্মক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে হাসপাতালের কোন ত্রুটি বা শিথিলতা ছিলনা।

প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর (ডা.) অরিন্দম দত্ত আরও জানিয়েছেন যে রোগীর আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুরা হাসপাতালে উপস্থিত চিকিৎসক ও নার্সদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করলে নিরাপত্তা রক্ষীরা সময়মত হস্তক্ষেপ করেন। খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ কর্মীরাও এসে উপস্থিত হন। পরে রোগীর আত্মীয়রা ডেথ সার্টিফিকেট সহ রোগীর মৃতদেহ গ্রহণ করেন।

****